সংবাদ

তারিখ ০1 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সরকারি-বেসরকারি কলেজে

আসন ফাঁকা তবু ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা

রাকিব উদ্দিন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) অধিভুক্ত সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তিতে বিপুলসংখ্যক আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও সব শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। সারাদেশের কলেজ পর্যায়ে এবার প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার আসন ফাঁকা থাকতে পারে বলে জাবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন। জাবি কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত নীতির কারণে গত বছরও কলেজ পর্যায়ে প্রায় ৪২ হাজার শূন্য ছিল। ওই বছর প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী আবেদন করেও স্নাতক ১ম বর্ষে ভর্তির সুযোগ পায়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলনীতির কারণে ৮০ হাজার আসন শূন্য থাকার সম্ভাবনা

অভিযোগ রয়েছে, জাবি অধিভুক্ত কলেজে শিক্ষার্থীরা এক বিষয়ে অনার্স পড়তে চাইলে তাদের অন্য বিষয়ে ভর্তির জন্য মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে। আবার আবেদনে পছন্দক্রম দেয়া না হলেও শিক্ষার্থীদের দূরবর্তী জেলার কলেজে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে। এসব কারণে জাবি কর্তৃপক্ষ এবার কলেজে ভর্তির দু'দফা মেরিট লিস্ট (মেধা তালিকা) এবং দু'দফা রিলিজ স্লিপে ভর্তির ফল প্রকাশ করলেও এখন পর্যন্ত সারাদেশের কলেজে মনোনীতদের একটি বড় অংশই ভর্তি হয়নি বলে জাবির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সংবাদকে জানিয়েছেন। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে কোন কারণ ছাড়াই স্নাতকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। এর ফলে বাধ্য হয়ে তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকছে। এসএসসি ও এইচএসসি'র ফলের ভিত্তিতে কলেজে ১ম বর্ষ স্নাতকে ভর্তি নেয়া হয়। কোন পরীক্ষা নেয়া হয় না।

রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি 'তেজগাঁও কলেজ'র অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ গতকাল সংবাদকে জানান, তার কলেজে ১ম বর্ষ স্নাতকে এখন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে প্রায় তিন হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থী। ফাঁকা রয়েছে আরও এক হাজার ৬০০ আসন। তবে তিনি আশা করছেন রিলিজ স্লিপে ভর্তির আরেকটি সুযোগ দেয়া হলে সবকটি আসন পূর্ণ হয়ে যাবে।

মেধা তালিকা ও রিলিজ স্লিপ

জাবির নিয়ম অনুযায়ী, অনার্সে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা প্রথমে একটি কলেজে ভর্তির আবেদন করে, যাতে পাঁচটি

আসন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

আসন : ফাঁকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিষয় বা সাবজেক্ট অপশন (পছন্দ) দেয়া যায়। এই আবেদন থেকে শিক্ষার্থীকে সাবজেক্ট নির্বাচন করে দেয়া হয়। প্রথম মেরিট লিস্টে কেউ বিবেচিত না হলে দ্বিতীয় লিস্টের জন্য অপেক্ষমান থাকতে হয়। এই লিস্টেও বিবেচিত না হলে রিলিজ স্লিপের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়। এই স্লিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অন্য পাঁচটি কলেজে পাঁচটি করে সাবজেক্ট অপশন দিয়ে আবেদন করে, যাতে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তির যোগ্য বিবেচনা করে চূড়ান্ত মেরিট লিস্ট বা মেধা তালিকা প্রকাশ করে জাবি কর্তৃপক্ষ।

এবার প্রথম রিলিজ স্লিপে মেধা তালিকার ফল প্রকাশ করা হয় গত ১৩ নভেম্বর। পরবর্তীতে দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপ প্রকাশ করা হয়, যে অনুযায়ী ভর্তির শেষ সময় ৩০ নভেম্বর।

কয়েকটি কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, সাধারণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীরাই কলেজে অনার্সে (১ম বর্ষ স্নাতক) ভর্তি হয়। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিগত সময়ে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হতো। কিন্তু এবার অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রায় একই সময়ে কলেজে ভর্তির কার্যক্রম শুরু করে জাবি কর্তৃপক্ষ। এতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনেকেই জাবি অধিভুক্ত কলেজে ভর্তির আবেদন করার সুযোগ পাননি বা আবেদন করেনি। এজন্য কলেজে সকল আসন পূর্ণ করতে হলে যারা ভর্তির আবেদন করতে পারেনি, তাদের একটি সুযোগ দেয়া উচিত বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করেন।

তারা জানান, প্রথমবারের মতো এবার রাজধানীর ৭টি সরকারি কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতকে শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া হচ্ছে। এই কলেজগুলোতে এখনও ভর্তি পরীক্ষাই হয়নি। অথচ জাবি অধিভুক্ত কলেজে ভর্তি কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

জাবি সূত্র জানায়, সারাদেশের ৫১৬টি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স পাঠদান করা হয়। এসব কলেজে এবার অনার্সে ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে তিন লাখ ৯৮ হাজার। এ বছর (২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে) এসব কলেজে অনার্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে পাঁচ লাখ ২২ হাজার শিক্ষার্থী। এর মধ্যে দু'দফা মেধা তালিকা প্রকাশ এবং দু'দফা রিলিজ স্লিপে ভর্তির সুযোগ দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে প্রায় তিন লাখ ১৫ হাজার শিক্ষার্থী। এর ফলে প্রায় ৮৫ হাজার আসন ফাঁকা থাকতে পারে।

ভর্তি কার্যক্রমের ব্যাপারে জানতে চাইলে জাবি'র অনার্স-মাস্টার্স ভর্তি কার্যক্রমের সমন্বয়ের দায়িত্বপালকারী ড. আলী জাফর চৌধুরী ২৭ নভেম্বর সংবাদকে বলেন, 'সারাদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তবে আসন শূন্য থাকায় রিলিজ স্লিপে ভর্তির আরেকটি ফল প্রকাশ করা হতে পারে।'

তিনি জানান, 'রিমোর্ট এরিয়ার (দূরবর্তী বা সুবিধাবঞ্চিত এলাকা) বেসরকারি কলেজের কিছু আসন ফাঁকা থাকে। রাজধানী ও জেলা সদরের কলেজের আসন ফাঁকা থাকে না। তবে সরকারি কলেজে প্রায় ৯৮ ভাগ আসনই পূর্ণ হয়।'

জাবিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে এবার অনার্সে আসন রয়েছে তিন হাজার ৬০টি। এর বিপরীতে ১ম রিলিজ স্লিপ পর্যন্ত ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েছিল এক হাজার ২৩ জন। এর মধ্যে ভর্তি হয় মাত্র এক হাজার ৬০ জন, যাদের বেশ কয়েকজন পরবর্তীতে ভর্তি বাতিল করে অন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যায়। গতকাল পর্যন্ত হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজে এক হাজার ৫৮২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

রাজধানীর ধনিয়া কলেজে অনার্সে ভর্তির আসন রয়েছে ৯০০টি। এর মধ্যে এবার ভর্তি হয়েছে প্রায় পাঁচশ জন। বাকি ৪০০ আসন এখনও ফাঁকা রয়েছে বলে কলেজটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

কুমিল্লার সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজে ১ম বর্ষ স্নাতকে (অনার্স) ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল নাজিম উদ্দিন। অপশন না দেয়া সত্ত্বেও প্রথম মেধা তালিকায় তাকে ভর্তির জন্য মনোনয়ন দেয়া হয় টাঙ্গাইলের এমএম কলেজে। ওই কলেজে সে ভর্তি হয়নি, পরবর্তীতে দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ হলেও তাকে আর মনোনয়ন দেয়া হয়নি। তবে রিলিজ স্লিপে তাকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হলেও পছন্দ অনুযায়ী বিষয় (সাবজেক্ট) দেয়া হয়নি।

হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজের অফিস প্রধান মোহাম্মদ মোস্তফা ভূইয়া সংবাদকে বলেন, 'জাবি কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেবল মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনার্সে পাঠলাভের সুযোগ দিতে চায়। এজন্য বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর অনার্সে পড়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। তারা বাধ্য হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে। আবার কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েও মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। এতে কলেজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এজন্য সাধারণ শিক্ষার্থী ও কলেজের স্বার্থেই ভর্তি প্রক্রিয়ায় সংশোধন আনা প্রয়োজন।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী, অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানে যেকোন কলেজে একটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ১২ জন শিক্ষক থাকা আবশ্যক। শুধুমাত্র অনার্স পাঠদানে প্রতি বিষয়ের জন্য ন্যূনতম সাতজন শিক্ষক থাকতে হয়। কিন্তু আসনের বিপরীতে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না পেলে কলেজগুলোর পক্ষে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

জানা গেছে, গত বছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে সারাদেশের তিন লাখ ৯৮ হাজার আসনের বিপরীতে (ঢাবি অধিভুক্ত রাজধানীর ৭টি সরকারি কলেজ বাদে) অনার্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল পাঁচ লাখ ৭৬ হাজার শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ভর্তি হয়েছিল তিন লাখ ৫৬ হাজার ৭৫৭ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ আসন থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী অনার্সে ভর্তির সুযোগ পায়নি। এবার এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছর রাজধানীর হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজে অনার্সের ৪শ'র বেশি আসন ফাঁকা ছিল। এছাড়া খিলগাঁও মডেল কলেজ, ধনিয়া কলেজ, তেজগাঁও কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে গত বছর বিপুলসংখ্যক আসন ফাঁকা ছিল।